যুগান্তর

তারিখ 1-4-OCT-2003
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

পাঁচ কর্মী বহিষ্কার : দু'নেতাকে শোকজ

জহির মুহসীন হলে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ : গোলাগুলি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় আতংকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করে। সংঘর্ষে প্রতিপক্ষের হাতে একজন গুরুতর আহত হয়। পুলিশ রাতভর তল্লাশি চালিয়ে মাত্র চার রাউন্ড গুলির খোসা, দুটি চাপাতি ও বেশকিছু রড উদ্ধার করে। এ ঘটনা ঘটেছে সোমবার গভীর রাতে। সংঘর্ষের ঘটনায় ছাত্রলীগ, বিশ্ববিদ্যালয় মুহসীন শাখা হল সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে শোকজ এবং পাঁচ কর্মীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। হল প্রশাসন তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটি তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট দেবে। সংশ্লিষ্টরা বলছে, ২০০১ সালের পর ক্যাম্পাসে এ ধরনের গোলাগুলির ঘটনা এটাই প্রথম। তবে এ ঘটনায় পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। হল সূত্রে জানা যায়, রাত সাড়ে ১২টার দিকে হলের ২১৯ নম্বর কক্ষের সিট দখলকে কেন্দ্র করে হলের ছাত্রলীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী ও সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। এ সময় সভাপতি সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

সংঘর্ষ : দু'গ্রুপে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রুপের কর্মীরা ২১৯ নম্বর কক্ষে মহিবুল্লাহ নামের সমাজবিজ্ঞান দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রকে ওঠায়। পরে সাধারণ সম্পাদক গ্রুপও একই কক্ষে রিয়াদ নামের দর্শন দ্বিতীয় বর্ষের আরেক ছাত্রকে নিয়ে আসে। এ নিয়ে দু'গ্রুপের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে রাত দেড়টার দিকে সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের কর্মীরা চাপাতি, রড ও লাঠিসোটা নিয়ে ২১৯ নম্বর কক্ষে এসে মহিবুল্লাহর ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় তারা মহিবুল্লাহর হাতের রগ কেটে দেয় এবং তার মাথায় গুরুতর আঘাত করে। এ খবর পেয়ে সভাপতি গ্রুপও ভড়ো হওয়ার চেষ্টা করলে সাধারণ সম্পাদক গ্রুপ বেশ কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। এর জবাবে সভাপতি গ্রুপও পাল্টা ফাঁকা গুলি চালায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, এ সময় প্রায় ২০-২৫ রাউন্ড গোলাগুলি হয়।

এ সময় আতংকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা চিৎকার আর দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করে। কেউ প্রাণভয়ে রুমের খাটে আর টেবিলের নিচে আশ্রয় নেয়। প্রথম বর্ষের এক শিক্ষার্থী জানায়, তার কক্ষের শিক্ষার্থীরা প্রাণভয়ে দরজা বন্ধ করে কেউ খাটের নিচে কেউবা টেবিলের নিচে লুকায়।

পরে ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি শেখ সোহেল রানা টিপু ও সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশাহ ঘটনাস্থলে এলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। মহিবুল্লাহকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মহিবুল্লাহর হাতে অস্ত্রোপচারের পর তাকে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে আসা হয়। রাত ২টার দিকে হল প্রভোস্ট অধ্যাপক আলী আক্কাস ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর ড. মোঃ আমজাদ আলীর নেতৃত্বে পুলিশ হলে তল্লাশি চালায়। ভোর সাড়ে ৪টা পর্যন্ত তা চলে।

আহত মুহিবুল্লাহ মঙ্গলবার দুপুরে সাংবাদিকদের তার ওপর হামলাকারী কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে জানায়, ২০-২৫ জন হকিস্টিক, রড, চাপাতি ও রামদা নিয়ে সোমবার রাতে তার ওপর হামলা চালায়। এ সময় একজন তার মাথায় রামদা দিয়ে আঘাত করে বলে সে অভিযোগ করে।

হল ছাত্রলীগ নেতাদের বক্তব্য : হলে সংঘর্ষের ব্যাপারে হল ছাত্রলীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী বলেন, সাধারণ সম্পাদক গ্রুপ হলে আধিপত্য বিস্তার করতে পূর্বপরিকল্পিতভাবে এ ঘটনা ঘটিয়েছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, হলের ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক দল জাসাসের বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সহ-সম্পাদক ছিলেন। তবে সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন বলেন, এ ধরনের অভিযোগ তার সংগঠনের অনেক নেতার বিরুদ্ধে রয়েছে। হলের সংঘর্ষের ঘটনায় আহত মহিবুল্লাহ ছাত্রদল কর্মী ছিল। মহিবুল্লাহ এর আগে ওই হলের ছাত্রলীগের এক নেতাকে লাঞ্ছিত করেছিল বলেও তিনি অভিযোগ আনেন।

পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বক্তব্য : শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেজাউল করিম যুগান্তরকে বলেন, সংঘর্ষের খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে আসেন। ভোর সাড়ে ৪টা পর্যন্ত হলে তারা অভিযান চালিয়ে চার রাউন্ড গুলির খোসা, দুটি চাপাতি এবং বেশকিছু রড উদ্ধার করেন। তবে এ ঘটনায় পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেফতার করেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর ড. মোঃ আমজাদ আলী বলেন, মুহসীন হলের মতো এত বড় হলে একশ' পুলিশ দিয়ে রেইড দেয়াটা অনেক কঠিন। এরপরও বেইডে এক বহিরাগতকে আটক করা হয়েছে। তবে ঢাকা কলেজের এক ছাত্রকে নির্দোষ মনে হওয়ায় ছেড়ে দেয়া হয়। তিনি বলেন, অনেকদিন পর ক্যাম্পাসে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টিকে তারা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন। ক্যাম্পাসকে কিভাবে অস্ত্রমুক্ত রাখা যায় এ ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন।

তদন্ত কমিটি : হল প্রভোস্ট অধ্যাপক আলী আক্কাস যুগান্তরকে জানান, অনেকদিন পর বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলাগুলি হল। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে হলের আবাসিক শিক্ষক ড. জসীম উদ্দিনকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী তিনদিনের মধ্যে তাদের রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। তিনি বলেন, রাতে আহত মহিবুল্লাহকে দেখতে মাশাপাতালে যাবেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে অনেক কিছু জানা যাবে বলে প্রভোস্ট মনে করেন।

বহিষ্কার : ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শেখ সোহেল রানা টিপু ও সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশা যুগান্তরকে জানান, মুহসীন হলের ঘটনায় ছাত্রলীগ মুহসীন হল শাখার পাঁচ কর্মীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কৃতরা হলেন— রিয়াদ, আমিন, ফারুক, টিপু ও রানা। এছাড়া ছাত্রলীগের ওই হল শাখার সভাপতি মোহাম্মদ আলী ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ মহিউদ্দিনকে শোকজ করা হয়েছে। আগামী তিনদিনের মধ্যে তাদের এর জবাব দিতে বলা হয়েছে। জবাব সন্তোষজনক না হলে তাদেরও বহিষ্কার করা হতে পারে। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে হলে বহিরাগতদের আটক করতে পুলিশ অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে।